নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু হলে প্রতিকার কী?

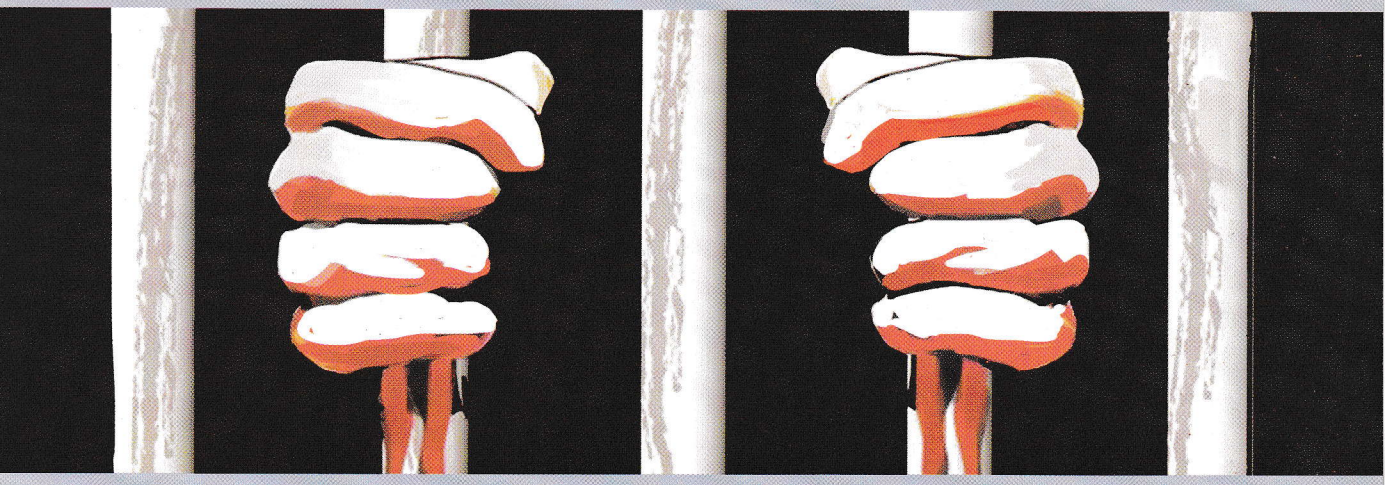

নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ কী?

পুলিশসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সরকারী কর্মকর্তার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হলে বা তাদের হেফাজতে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে, নির্যাতিত ব্যক্তি বা তার আত্মীয়-স্বজন প্রতিকার পাওয়ার জন্য এই আইনের আওতায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন।

এই আইনের আওতায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ কারা?

পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বিশেষ শাখা (এসবি), গোয়েন্দা শাখা (ডিবি), আনসার ভিডিপি ও কোস্টগার্ডসহ আইন প্রয়োগকারী সরকারী সংস্থা।

এই আইনের আওতায় প্রতিকার পাবেন কারা?

বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক -

- যিনি পুলিশ বা অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সরকারী কর্মকর্তার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন
- যিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে তথ্য বা জবানবন্দি আদায়ের সময় নির্যাতিত হয়েছেন, এবং
- যার আত্মীয়-স্বজন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেছেন।

এই আইনের আওতায় কী কী প্রতিকার পাওয়া যাবে ?

- নির্যাতনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি ন্যূনতম পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।
- নির্যাতনের ফলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে নির্যাতনকারী ন্যূনতম যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড অথবা ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।
- কোন ব্যক্তি নির্যাতন করার উদ্যোগ নেন বা নির্যাতন করতে সহায়তা ও প্ররোচিত করেন বা নির্যাতন সংঘটনে ষড়যন্ত্র করেন, তাহলে তিনি ন্যূনতম দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা ন্যূনতম বিশ হাজার অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

এই আইনের আওতায় প্রতিকার পাবার উপায় কী

- নির্যাতিত ব্যক্তিকে দায়রা জজ আদালতে অভিযোগ দাখিল করতে হবে
- অভিযোগ গ্রহণ করে মাননীয় আদালত আইন অনুযায়ী তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করবেন
- এ ধরণের অভিযোগ দায়েরের ফলে যদি কারো নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়, তাহলে তিনি এই আইনের আওতায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা চেয়ে আদালতে দরখাস্ত করতে পারবেন।

BLAST

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative